১৬৬৮১

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ নং অরফ্যানেজ রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

বামাশিবো/সংস্থাপন/বরি-১২৪/ ২৪৫৯ তারিখঃ ~~১৬~~ ১৯/০৩/২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে,বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলাধীন খোদাবখসকাঠী নেছারিয়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষের এর বিরুদ্ধে গর্ভনিং বডির সভাপতি মনোনয়নে অনিয়ম, দূর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন মর্মে এলাকাবাসী পক্ষে জৈনক মোঃ নাজমুল আহসান খান একখানা অভিযোগপত্র অত্র বোর্ডে দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)

বর্ণিত অবস্থায় অভিযোগের বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ একটি প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক -২-- (-~~দুই~~ ৩-) পাতা।

16/3/17
প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিষ্টার
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ।

বামাশিবো/সংস্থাপন/বরি-১২৪/ তারিখঃ ~~১৬~~ ১৯/০৩/২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। জেলা প্রশাসক, বরিশাল।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, বরিশাল।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ।
৪। সভাপতি, গর্ভনিং বডি, খোদাবখসকাঠী নেছারিয়া আলিম মাদরাসা ।
৫। অধ্যক্ষ, খোদাবখসকাঠী নেছারিয়া আলিম মাদরাসা ।
৬। মোঃ নাজমুল আহসান খান, গ্রাম- খোদাবক্সকাঠি, পোঃ- চুনাখালী বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
৭। পি এ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিষ্টার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

E:\Commiitte\2017\14_03_2017\Bari-124.Doc

তারিখঃ ১২.০২.২০১৭ ইং.

বরাবর,
রেজিষ্ট্রার
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড,
বকশী বাজার, ঢাকা।

বিষয়ঃ মাদ্রাসা পরিচালনায় অধ্যক্ষ জনাব মোঃ শাহজাহান মৃধার অনিয়ম ও দূর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ।

মহাত্মন,
যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলাধীন ৭নং কবাই ইউনিয়ন খোদাবক্সকাঠি নেছারিয়া আলিম মাদ্রাসাটি বহু পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী। যাহার কোড নং- ১৬৩৮১, ইআইআইএন নং- ১০০৫৩৪। সুদীর্ঘ ১৯৪৮ইং সন থেকে বহু সুনামের সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে অধ্যক্ষ জনাব মোঃ শাহজাহান মৃধা ও কতিপয় শিক্ষকের অনিয়ম, দূর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে মাদ্রাসাটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার স্বার্থে এবং মাদ্রাসাটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাকল্পে মহোদয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্তই জরুরী।

অধ্যক্ষ সাহেবের অনয়িমের কিছু কিছু তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১। বিগত ১ আগস্ট ২০১৬ইং তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্মারক নং- ০৫.১০.০৬০০.১১৭. ৩৫.০০৯.১৬-২৭৭ এর মাধ্যমে মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগদান করা হয় (কপিসংযুক্ত)। ১৮-০৯-২০১৬ইং তারিখের স্মারক নং উঃমাঃশিঃ বাকের/বরি/ ১৬/৩৪৭ এর মাধ্যমে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। (কপি সংযুক্ত)। নির্বাচিত সদস্যগণের সর্ব সম্মতিক্রমে মোঃ শাহজাহান খানকে সভাপতি হিসাবে মনোনয়নের প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (কপি সংযুক্ত)। এবং সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে এম.পি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ১১/১২/২০১৬ইং তারিখে বোর্ডে ডিও লেটার জমা হয়। কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেব অহেতুক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কালক্ষেপন করে বিগত ০৭-১২-২০১৬ইং সভাপতি মনোনয়নের জন্য ৩ (তিন) জনের নাম সুপারিশ করে বোর্ডে প্রেরণ করেন। লোক মারফত জানা যায়, বিগত ৭/১২/২০১৬ইং তারিখে বোর্ডে যে ডিও লেটার দাখিল করেছেন সেখানে কোন ধরনের নিয়মের তোয়াক্কা না করে সভাপতি মনোনয়নের জন্য ৩ (তিন) জনের নাম সুপারিশ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনৈক মোঃ রফিকুল ইসলাম কে সভাপতি হিসাবে মনোনয়নের জন্য কাগজপত্র বোর্ডে দাখিল করেছেন। সেখানে কোন ধরনের নিয়ম না মেনে তারিখবিহীন এবং নির্বাচিত সদস্যদের কোন ধরনের অনুমতি অথবা মতামত ছাড়া তাদের নামের কপি (স্বাক্ষরছাড়া) ডিও লেটারের সাথে জমা দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীর মতামত এবং খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায়, সাবেক সভাপতি মোঃ শাহজাহান খান অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন এবং বিচক্ষণ। তিনি তাঁর চাকুরী জীবন শুরু করেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে এবং অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রূপালী ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে বিভিন্ন শাখায় সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ শাহজাহান খান পূর্বে যখন উক্ত মাদ্রাসার সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেন তখন মাদ্রাসার শিক্ষার মান ও পরিবেশ ছিল খুবই ভাল এবং শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি দেওয়া এবং অনিয়মের কোন সুযোগ ছিল না। যা অধ্যক্ষ মহোদয়ের পছন্দ ছিল না। তাই অধ্যক্ষ সাহেব মোঃ শাহজাহান খানকে সভাপতি পদে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না।

২। ২০১৪ইং সনে নির্বাচিত কমিটি যাতে বাতিল হয় সেজন্য অধ্যক্ষ সাহেব নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যের স্বাক্ষর নকল করে ডিও লেটার বোর্ডে জমা দেন এবং লোক মারফত বোর্ডে অবহিত করেন যাতে উক্ত নির্বাচিত কমিটি বাতিল বলে গণ্য হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কারণ দর্শানো পত্র নং বামাশিব/প্রশা/বরিশাল/১২৪/২৪৮৮/৭/তারিখ-২০-৭২০১৪ইং,বামাশিব/প্রশা/বরিশাল/১২৪/২৯২৬/৭/তারিখ-২১-১২-২০১৪ইং (কপি সংযুক্ত)। স্বাক্ষর জালিয়াতির মত এত বড় অপরাধ করার পরও তার বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এজন্য তার ভিতর অপরাধ করার প্রবণতা আরো বেড়ে গেছে।

৩। ২১-১২-২০১৪ইং তারিখে গভর্নিং বডি বাতিলের পর অদ্য পর্যন্ত কমিটি গঠন করেন নাই। প্রথমে জেলা শিক্ষা অফিসার মাঝখানে এড-হক কমিটি পুনরায় জেলা শিক্ষা অফিসার এর মাধ্যমে বিল ভাতা উত্তোলন করে আসছেন।

৪। অধ্যক্ষ সাহেব নিজে এবং তার অনুগত শিক্ষকগন নিজেদের খেয়াল খুশি মোতাবেক মাদ্রাসায় আসেন এবং যান। কখনোই মাদ্রাসায় পূর্ণাঙ্গ পিরিয়ড শেষ করা হয় না।

৫। মাদ্রাসায় আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকা এবং ছাত্রী উপবৃত্তির ভর্তুকির টাকা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছেন।

৬। মিনিস্টারী অডিটের আপত্তি মিমাংসা করার কথা বলে প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে দেড় মাসের বেতনের সমপরিমান টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

৭। সরকার থেকে প্রাপ্ত ল্যাপটপ তার ছেলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮। কোন ছুটি-ছাটার নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে অনেক শিক্ষকই প্রায়ই মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকেন না।

এমতাবস্থায়, খোদাবক্সকাঠির বহু পুরাতন এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাকল্পে এবং এলাকাসীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অধ্যক্ষ সাহেবের অনিয়ম, দূর্নীতি এবং স্বেচ্ছারিতার ব্যাপারে বোর্ড থেকে তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে

12.02.2017

(মোঃ নাজমুল আহসান খান)
পিতাঃ মোঃ শাহজাহান খান
গ্রামঃ খোদাবক্সকাঠি
পোঃ চুনাখালী বাকেরগঞ্জ
বরিশাল।
মোবাঃ ০১৭১৬১৯৪৮৪৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
১। জেলা প্রশাসক, বরিশাল জেলা।
২। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, বরিশাল।